আলমডাঙ্গায় বিজয় মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী নারী উদ্যোক্তাদের বিজয়মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেলায় হস্তশিল্প, দেশীয় পোশাক, খাবারসহ বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজানো হয়। নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করাই ছিল এই মেলার মূল লক্ষ্য।

মেলার সমাপনী দিনে ২৫ জন নারী উদ্যোক্তা ও অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটার দিকে উপজেলা পরিষদ মঞ্চে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। সহকারী অধ্যাপক একেএম ফারুকের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, আলমডাঙ্গা বৈচিত্র্য সংরক্ষণ যুব সংস্থার সভাপতি সাঈদ এম হিরণ, সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আরাফাত রহমান, নারী উদ্যোক্তা হেলেন আক্তার কামনা ও নারী উদ্যোক্তা সালমা পারভীন।

মেলায় উদ্যোক্তা সদস্যরা ২৫টি স্টলে তাদের তৈরি বিভিন্ন পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। স্টলগুলোতে নারীদের হাতের তৈরি শাড়ি, থ্রি-পিস, বুটিকের কাজ, পিঠা-পুলি, ব্যাগ, পাপোশ, বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের পোশাক, নানা প্রকার আচার এবং উন্নতমানের হাতের তৈরি খাবার প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার বলেন, নারীরা অবহেলিত নয়; তারা ঘরে বসেই বিভিন্ন প্রসাধনী ও খাবার তৈরি করে তা নানা উপায়ে বিক্রি করছেন। এর মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। মেলায় নারীদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে এই বিজয় মেলার আয়োজন করা হয়েছে মূলত তাদের

উৎসাহিত করার জন্য। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এ ধরনের আয়োজন করার ইচ্ছা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

গাংনীতে তিনদিন ব্যাপি বিজয় মেলার উদ্বোধন

মেহেরপুরে বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপি বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে বিজয় মেলার উদ্বোধন করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনায় বিজয় মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

এসময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনাসহ মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবসের চেতনা ও দেশীয় কারু পণ্যের উন্নয়ন তুলে ধরা হয় মেলায়। এছাড়াও বাঙ্গালির ব্যাবহার্য বিলুপ্ত পণ্য ও পিঠাপুলি নিয়ে মেলা পঞ্চাশটি স্টল বসেছে।